হলিউডের বাংলা পত্রিকা
একুশ
Ekush.info
21 Ekush Bangla Newspaper from Hollywood

# ক্যালিফোর্নিয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই-এর কথা

(পূর্ব প্রকাশের সূত্র ধরে)

**একুশ প্রতিবেদন :** ১৯২১ শে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সেই থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। বিভিন্ন পর্যায়ে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করছেন, একটি দেশের স্বাধীনতার নির্দেশনা সৃষ্টি হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বলা হয়েছে, ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি নতুন কমিউনিটির সৃষ্টি হয়েছে। কারণ এই এসোসিয়েশনের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণীর বা জীবিকার বা পেশার মানুষ। যারা সচেতন এবং সংগ্রামী। সচেতন মানুষের আঁধারই আলোকিত মনের সৌহার্দ ও সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করে, যার সাহচার্যে গড়ে উঠবে একটি সুন্দর পরিবেশ। লস এঞ্জেলেসে মুশফিক চৌধুরী খসরু নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত এলামনাই থেকে স্বপ্ন দেখা শুরু করে। ২০০৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির পর তার ইচ্ছার কথা প্রথমে প্রকাশ করেছিল কাজী মশহুরুল হুদাকে এবং তিনি খসরুকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিয়েছিলেন। এরপর থেকে খসরু নিজে যুগ্ম আহ্বায়ক হয়ে খন্দকার আলমকে আহ্বায়ক করে তৈরি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, ক্যালিফোর্নিয়া নামে ঘোষণা দেয়। এই থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলামাইয়ের যাত্রা শুরু হয়। মূলত প্রচার কার্যের মাধ্যমে প্রাথমিক অবস্থায় চালু থাকে। অবশেষে ২০০৬ সালে এলামনাইকে বেগবান করার জন্য সরাসরি এগিয়ে আসে গোলাম মোস্তফা ও কাজী মশহুরুল হুদা এবং যৌথভাবে মুশফিক চৌধুরী খসরু ও খন্দকার আলম একমত হয়ে এডহক কমিটির পুনর্গঠনের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব ক্যালিফোর্নিয়া গঠিত হয়। যার ফলশ্রুতি হিসাবে ১৮ নভেম্বরের পুনর্মিলনীর মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। উক্ত পুনর্মিলনীর উদ্বোধনীতে কো-কনভেনর মুশফিক চৌধুরী খসরু তার বক্তব্যে বলেন, আমরা এলামনাইয়ের অবতারণা করলাম মাত্র। কিন্তু তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব এখন আপনাদের সকলের। আপনারা আপনাদের মেধা, সময়, পরামর্শ দিয়ে এই এসোসিয়েশনকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন বা সহযোগিতা করবেন। জনাব খন্দকার আলম কো-কনভেনর বক্তব্যে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সকলের সহযোগিতা আগামী কর্মতৎপর হওয়ার আহ্বান জানায়। এলামনাই এসোসিয়েশনের পুনর্মিলনীর পর একুশের মাধ্যমে প্রচুর এলামনাইদের প্রশংসনীয় শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন। এ ধরনের একটি পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার জন্য তারা সকলেই ব্যাপক উদ্দীপনা পেয়েছেন এবং আগামীতে সর্বোতভাবে এই এসোসিয়েশনের সঙ্গে জড়িত থেকে কর্মসূচি প্রণয়ন করার কথা ব্যক্ত করেছেন। এলামনাইয়ের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের সাউন্ড সিস্টেম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন আনিস রহমান এবং নিয়ন্ত্রণে ছিলেন বিশিষ্ট গ্রুপ থিয়েটার কর্মী মিজান শাহিন। সমগ্র অনুষ্ঠানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলের সহানুভূতি ও সহযোগিতাই সৃষ্টি করেছে বিপুল উদ্দীপনা। আগামী গ্রীষ্মের পিকনিকে আরো কলেবরভাবে সকলের উপস্থিতিতে পারিবারিকভাবে আমরা সকলেই উপভোগ করবো এই কমিউনিটির সচেতন সত্ত্বার সমন্বয়। যারা আগামীতে উল্লেখযোগ্য অবদান সৃষ্টি করবে আলোকিত মনের সৌহার্দ ও সম্প্রীতির বন্ধন। একে অপরের মাঝে নতুনভাবে বন্ধন বয়ে আনবে দেশ ও জাতির শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ নেতৃত্বদানকারী এসোসিয়েশন। যাদের মেধা, চিন্তা-ভাবনা ও চেতনায় নির্মিত হবে প্রকল্প, প্রবাসী ও স্বদেশীদের উপকারার্থে। এসোসিয়েশনের জন্য সকল প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের কাছে আহ্বান জানানো যাচ্ছে। আপনারা আপনাদের বুদ্ধি, পরিকল্পনা ও পরামর্শ আমাদের কাছে ব্যক্ত করবেন। আমরা তা যথাযথভাবে সকলের জন্য তুলে ধরবো। ■

## মানুষ মানুষের জন্য অসুস্থ প্রবাসী ও বিপদাগ্রস্ত কবির হকের সাহায্যে এগিয়ে আসার আহ্বান

**একুশ রিপোর্ট :** দীর্ঘকাল অবস্থানরত প্রবাসী কবির হক অসুস্থ ও বিপদগ্রস্ত হয়ে লস এঞ্জেলেসবাসীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে। এককালীন সান্তামনিকা সিটি কলেজের শিক্ষক জনাব কবির হকের পর পর দুবার হার্ট অ্যাটাক করাতে দৈহিক ও মানসিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে তিনি বর্তমানে কোনো কাজ করতে না পারায় ভরনপোষণের উপায় জোগাড় করা তার পক্ষে দুরুহ হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে বাড়ি ভাড়া দিতে না পারায় ছাড়ার নোটিশ পেয়েছেন। থাকা-খাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই বলে প্রচণ্ড স্ট্রেচ-এর মধ্যে অবস্থান করছেন। ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছে স্ট্রেচমুক্ত থাকার। কারণ তৃতীয়বার হার্ট অ্যাটাক করলে প্রাণনাশের সম্ভবনা আছে বলে অভিমত দিয়েছে। জনাব কবির সোশ্যাল সিক্যুরিটির সাহায্যের জন্য আবেদন করেছেন। কিন্তু কার্যকরী হতে প্রায় ৬ মাস লাগবে। এই ৫/৬ মাস থাকা-খাওয়ার

কোনো উপায় নেই বলে কমিউনিটির মানুষের কাছে সাহায্য, সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন। যোগাযোগ :(৩১০) ২৫৪-৭৬৫৩। ■

## মার্কিন স্বার্থ হাসিলে ড. ইউনূসকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছে

ভিওবিডি, ঢাকা থেকে

মার্কিন স্বার্থ হাসিল করার উদ্দেশ্যেই প্রফেসর ড. ইউনূসকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছে। আর এখন থেকেই ড. ইউনূস সেই স্বার্থ হাসিলের জন্য কাজ করে যাবেন। গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে হিজবুত তাহরীর, বাংলাদেশ আয়োজিত চলমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাঃ মার্কিনভৌরত ভূমিকা শীর্ষক এক সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন।

তারা আরো বলেন, ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে কোনো দিন দারিদ্র্য দূর করা যাবে না। দারিদ্র্য দূর করতে হলে সবার আগে প্রয়োজন ইসলামিক সাম্যবাদিতা। সভায় বক্তারা বাংলাদেশকে ঘিরে আবর্তিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের স্বার্থের আলোকে চলমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন।

## ১৫ বছর পর পিতৃত্বের দায় থেকে মুক্তি পেলেন হেনরি ডজওয়েল

**একুশ ডেস্ক রিপোর্ট :** ১৫ বছর পর পিতৃত্বের দায় দেখে মুক্তি পেলেন হেনরি হ্যাংক ডজওয়েল। প্রতীক্ষিত ডিএনএ পরীক্ষার ফলাফলে প্রমাণ হলো, আদালত যে শিশুটির 'বাবা' হিসেবে তাকে চিহ্নিত করেছিল, তিনি আসলে সে 'বাবা' নন। দায়মুক্ত হলেও এতোদিনে তিনি হারিয়েছেন জীবনের সুবর্ণ সময়। আর এ সুবর্ণ সময়ের মৃত্যু শুরু হয়েছিল ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে। তার বান্ধবী ক্যারেন স্যান্ডারসের সঙ্গে মেলামেশার অভিযোগে তাদের বিয়ে দিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল একটি বাড়িতে।

সম্প্রতি নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার পর সাংবাদিকদের তিনি জানান, কেবল পিতৃত্বের দায় নয়, তিনি মুক্তি পেয়েছেন যাবতীয় বৈবাহিক দায় থেকেও। তিনি বলেন, ১৫ বছর ৭ মাস ২ দিন ধরে আমাকে ভয়াবহ একটি ভুলের খেসারত দিতে হয়েছে। যে ভুল আমি করিনি। ভুলের খেসারত দিতে আমি যোগ্য ছিলাম না মোটেও। এরপরও আমাকে কেউ বিশ্বাস করেনি। এই ডিএনএ পরীক্ষা না হলে কেউ আমাকে বিশ্বাস করতো না। এই অন্যায়ের দায় নিয়েই মরতে হতো আমাকে। তিনি আরো বলেন, প্রায় দুই দশক হয়ে গেলেও অন্যায়ভাবে আমাদের বিয়ে দেওয়াকে 'গতকালের' ঘটনা বলে মনে পড়ছে আমার।

ডজওয়েলের বান্ধবী স্যান্ডারসকে তার অ্যাপার্টমেন্টে অন্তঃসত্বা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। এরপর অনাগত সন্তানের বাবাকে খুঁজে বের করতে ওঠে পড়ে লাগলো সবাই। জিজ্ঞাসাবাদে স্যান্ডারস কেবল নাম বললো ডজওয়েলের। ডজওয়েল তার জিজ্ঞাসাবাদের শুরুতেই শপথ করে বলেছিলেন, স্যান্ডারসের সঙ্গে তার কখনোই মেলামেশা হয়নি। এরপরও স্যান্ডারসের পক্ষের লোকজন তার দায় চাপায় ডজওয়েলের ওপর।

এরপর আনুষ্ঠানিক বিয়ের পর্বটা যেন রীতিমতো এক প্রহসন। ডজওয়েল বলেন, 'ন্যায় বিচারকের দল' আমাদের বিয়ে দিলেন। এমন অপরাধের জন্য তিনি আমাকে 'মানুষ' পর্যন্তও বলতে পারলেন না। ডজওয়েল আজ বিচার চান সেই সব 'ন্যায়বিচারকদের', স্যান্ডারসের বাবা রালফ স্যান্ডারসের যিনি বিয়ের পরিকল্পনাকারীদের টাকা পয়সা পর্যন্ত দিয়েছিলেন বলে শোনা যায়।

মুক্তি পাওয়ার পরপরই ডজওয়েলের আইনজীবীরা ক্ষতিপূরণ চেয়েছেন। তবে ডজওয়েল বলেছেন, দায়মুক্তিতেই তিনি সন্তুষ্ট। তিনি আরো বলেন, আমি মনে করি না, এখন আমি পুরোপুরি মুক্ত। আমি জানি, এখন সবাই জানে, স্যান্ডারসের সন্তানের বাবা আমি নই। এরপরও ১৫ বছর ধরে কোনো শিশুর মুখ থেকে বাবা ডাক শুনতে শুনতে যে কেউই বিশ্বাস করা শুরু করতে পারে শিশুটি তারই সন্তান। ■

## বাংলাদেশী নতুন প্রজন্মের কবিতা পয়েট্রি ডট কমে নির্বাচিত হয়েছে

**একুশ রিপোর্ট :** বাংলা পাঠশালার ছাত্রী সাঈদা হোসেন পোয়েট্রি ডট কম-এর কবিতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং ইন্টারন্যাশনাল ওপেন পোয়েট্রি কনটেস্টের সেমিফাইনালে উত্তীর্ণ হয়েছে। ফাইনাল প্রতিযোগিতা হবে ডিসেম্বর ২০০৬এ। যে কবিতা প্রতিযোগিতায় সেমিফাইনালে উত্তীর্ণ হয়েছে তা নিম্নে ছাপানো হলো। উল্লেখ্য যে, সাঈদা হোসেন

খুশীর পিতা সৈয়দ এম হোসেন বাবু ও মা বিলকিস হোসেন।

যারা কবিতা লেখালেখি করেন বা উৎসাহী তারা সকলেই পয়েট্রি ডট কম (poetry.com)-এ সদস্য হতে পারেন এবং তাদের কবিতা (ইংরেজি) জমা দিয়ে নিজের কবিতা প্রকাশ করতে পারেন ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। ■

## প্রবাসী মরহুম মুক্তিযোদ্ধার প্রতি একুশ-এর শ্রদ্ধা

বীর মুক্তিযোদ্ধা কামরুল আহসান (৫৪) গত ২৩ জুলাই, ২০০৬ হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইউসিএলএ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাকে দাফন করা হয়েছে গার্ডেনগ্রোভ গোরস্থানে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছেন (বাংলাদেশে)। প্রবাসে মরহুম আহসানের আত্মীয়-স্বজন ও অগণিত বন্ধুজন রয়েছে। তিনি রাজশাহী অঞ্চলের সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। একুশ-এর পক্ষে এই প্রবাসী বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

## সেনাবাহিনী এখন রেস্ট নিতে গিয়েছে

ভিওবিডি, ঢাকা থেকে

দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপাতত সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা হবে না। তাদের স্থলে দেশের আইনশৃঙ্খলার দায়িত্বে থাকবে পুলিশ ও বিডিআর। গতকাল রাতে বঙ্গভবনে প্রধান উপদেষ্টা রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের সভাপতিত্বে আইনশৃঙ্খলা উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বৈঠক থেকে বেরিয়ে উপদেষ্টা শফিকুল হক চৌধুরী সাংবাদিকদের একথা জানিয়েছেন।

## 'মুক্তমঞ্চ'

প্রথম পাতার খবর

/ শিক্ষাবিদ সহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপযোগী মানুষেরা আলোকিত করবেন বর্তমান সময়কে। মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা আদান প্রদানের পরিবেশ সৃষ্টি করা। 'মুক্তমঞ্চ', সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে, যে কেউ এতে অংশগ্রহণ করতে পারবে। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা, চেতনা রয়েছে এবং সেটাকে কাজে লাগাতে 'মুক্তমঞ্চ' উন্মোচন করবে নতুন দুয়ার। যারা লিখতে ইচছুক বা যাদের লেখার প্রবণতা রয়েছে তাদেরকে উৎসাহের মাধ্যমে লেখায় আগ্রহী করে তোলা। যারা অভিনয় করতে আগ্রহী তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা। আমাদের উদ্দেশ্য, কোন রকম শিক্ষা দান করা নয়, মানুষের ভেতরের ঘুমিয়ে থাকা সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তোলা। পাঠ চক্রের মাধ্যমে পাঠ অভ্যাস গড়ে তোলা। এই পাঠ চক্রের মাধ্যমে বড় বড় লেখকদের বই নিয়ে আলাপ আলোচনা হতে পারে, যাতে নতুন প্রজন্মরা ভালো কিছু করার অনুপ্রেরণা খুঁজে পায়। নতুন প্রজন্মদেরকে লেখার প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং এতে অংশগ্রহণকারিদের লেখা দিয়ে একুশের পাতা ভরে তোলা। সাহিত্যের আসর বা সাম্প্রতিক বিষয়ের উপর আলোচনা অথবা বিজ্ঞজনের উপলদ্বি সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে, যে কেউ এতে অংশগ্রহণ করতে পারবে। আমরা সাহিত্যের আসরে সমবেত হয়ে উপস্হিত লেখকদের কবিতা, গল্প,প্রবন্ধ ইত্যাদি শুনবো। এতে যারা লিখবেন তারা আরো বেশী করে লেখায় উৎসাহিত হবেন। কখনোবা কারো অভিজ্ঞতার ঝুলি হতে শোনা যাবে অনেক সুন্দর সুন্দর অভিজ্ঞতা, যা অন্যদেরকে সাহায্য করবে চলার পথের। এই মুক্তমঞ্চে বিশ্বের বর্তমান সার্বিক পরিস্হিতি নিয়েও আলোচনা হতে পারে। এছাড়াও থিয়েটার, নাটক, মুভি, টিভি, মিউজিক, স্টাইল, লাইভ স্টাইল, ফ্যাশন ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় নিয়েও আলাপ আলোচনা হতে পারে। আপনাদের সকলের অংশগ্রহণ ও উৎসাহ এই প্রচেষ্টাকে সহজ করে তুলতে সক্ষম হবে। প্রাথমিকভাবে একুশ উদ্যোগ নিয়ে মুক্তমঞ্চ করতে যাচ্ছে, পরবর্তীতে যে কেউ এই মুক্তমঞ্চের অনুষ্ঠানের স্পন্সর বা প্রযোজনা সহযোগী হতে পারেন। একুশ কোন দলের বা পক্ষের নয়। একুশ সকলের প্লার্টফর্ম। আর এখানে যে কেউ অংশগ্রহণ করতে পারেন। 'মুক্তমঞ্চ' হোক সকলের নন্দিত মনের সুন্দর ভুবন। ■

## লস এঞ্জেলেসে সাহিত্য চর্চা

(পূর্বসূত্র ধরে)

**একুশ প্রতিবেদন :** লস এঞ্জেলেসে সাহিত্য চর্চার উপর ডকুমেন্টারি ইতিহাস আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা তথা ইতিহাসের পাতায় ধারণ করে রাখার জন্য একুশ উদ্যোগ নিয়েছে। আমরা যতোটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পারছি তাই প্রকাশ করছি। সবচেয়ে সুখবর হলো, আমরা যখন লেখা শুরু করলাম তখন চারিদিক থেকে অভিযোগ আসতে শুরু করলো। আমরা সেটাই চাইছিলাম। কারণ, ইতিহাস সৃষ্টি করতে গেলে সকলের তথ্য সংগ্রহের ভিত্তিতে রূপরেখা নেয়। তৃতীয় দফায় আরো অনেকে অভিযোগ করে জানালেন বাদপড়া তথ্যসমূহ যা এবারের পর্বে সংযোজিত হচ্ছে। আপনারা যদি মনে করেন লস এঞ্জেলেসে বাংলাদেশের মানুষ কর্তৃক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্রে আমাদের লেখায় কোনো তথ্য বাদ পড়ে গেছে, তাহলে আমাদের কাছে সরাসরি জানাবেন। আমরা সংযোজিত করবো। কারণ এই সকল লেখা পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ শিল্প সাহিত্য চর্চার ইতিহাস হিসাবে পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত করা হবে।

লস এঞ্জেলেসে পত্রপত্রিকার ইতিহাসে শুরুতে ড. জয়নুল আবেদীন একটি ইংরেজি পত্রিকা বের করে বাংলাদেশী কমিউনিটির সংবাদ প্রচার ও প্রকাশ করতেন। যখন মরহুম কবি সাজ্জাদ লস এঞ্জেলেসে হাতে লিখে পত্রিকা বের করতেন সে সময় আরো একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো যা মাস ছয় চলার পর বন্ধ হয়। টাইপের সমস্যাই প্রধান কারণ ছিল। তবে এই আয়োজকবৃন্দ নিজেরাই টাইপ করে চালাতেন। মাসিক পত্রিকার নাম ছিল 'সবুজ ঘাসের অঙ্গনে'। এদের মধ্যে অন্যতম আয়োজক ছিলেন শহীদুল আলম, কাজী সাবু নূরুন নবী সরকার, মামুন রিয়াজী, মাহবুবুল হাসান, সাখওয়াত হোসেন।

লস এঞ্জেলেসে শিল্প ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে আরো একজনের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি হলেন সাইফুল ইসলাম ওসমানী জিতু। তিনি জিতু হিসাবে সুপরিচিত। লস এঞ্জেলেসে প্রথম বাংলা বেতার চালু করেন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন। প্রথমাবস্থায় সাংস্কৃতিক অঙ্গনে জিতুর ভূমিকা আজকের এই পর্যায়ে আনতে ব্যাপক সহায়তা করেছে। লেখালেখির ব্যাপারে তপন দেবনাথ একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি নিয়মিত পত্রপত্রিকঅয় লস এঞ্জেলেস থেকে লিখে আসছেন। শবনম আমির, কামরুল হাসান হেলু, মশহুরুল হুদা, মুক্তাদির চৌধুরী তরুণ, চাঁদ সুলতানাসহ প্রমুখ ব্যক্তি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প, কবিতা নিয়মিতভাবে লিখে চলছেন। আগামী ২০০৭ সাল থেকে একুশ সাহিত্যাঙ্গনে ব্যাপকতার সৃষ্টির জন্য একুশ-এর সাহিত্যের আসর হিসাবে মাসিক কর্মশালার আয়োজন করবে। উল্লেখ্য নতুনের মাঝে ও নিয়মিত লেখকদেরকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহ প্রদান করা এবং তাদের লেখাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের পাতা উন্মোচন করা। ■

## বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ক্যালিফোর্নিয়া শাখা

**প্রেস বিজ্ঞপ্তি :** ঢাকা মহানগরীর প্রথম নির্বাচিত মেয়র, মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একান্ত সহকারী মোহাম্মদ হানিফ-এর মৃত্যুতে আমরা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্যালিফোর্নিয়া শাখার পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করছি। একই সঙ্গে মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

## ওয়াশিংটনে বিএএআইর নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় মোশারফ ও ফ্লিফোডে পরিষদের ঐতিহাসিক বিজয়

**ওয়াশিংটন ডিসি থেকে হারুন চৌধুরী :** ডিসেম্বর মাস বিজয়ের মাস। এই মাসেই আমাদের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস পর বিজয় অর্জিত হয়েছিল। আর এ মাসেই ওয়াশিংটন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অবশেষে সকল বাধা-বিপত্তি, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, কানা-ঘুষা সকল সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন ও ফ্লিফোর্ড দেবাশীষ গনসালভেস পরিষদের হলো বিজয়।

অত্র এসোসিয়েশনের ইলেকশন কমিশনার এক চিঠির মাধ্যমে জানিয়েছেন, সভাপতি- ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন, সহ-সভাপতি-ইলারা দে ইসলাম, জে. সেক্রেটারি- ফ্লিফোড দেবাশীষ গনসালভেস, সহ-সম্পাদক- মোহাম্মদ উল্লাহ, কোষাধ্যক্ষ- ডুড গোমেজ, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস- মহিউদ্দীন মোজাম্মেল, বুলবুল আক্তার ইসলাম, আরিফ বেগ, মির সালাউদ্দীন আহাম্মদ, ড. আতিকুর রহমান, শামিমা চৌধুরীর নাম আগামী দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। উক্ত পদে কেউই নমিনেশন জমা দেননি বলে তিনি জানিয়েছেন। এই কমিটি আগামী ১ জানুয়ারি থেকে তাদের কার্যক্রম আরম্ভ করবে বলে জানা যায়।

নবনির্বাচিত সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন এই প্রতিবেদককে তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, লক্ষ শহীদের বিনিময়ে আমাদের বিজয় অর্জিত হয়েছে এই মাসে। যারা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন ও পাক হানাদার বাহিনীর হাতে শহীদ হয়েছেন- আমি তাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। অনেক নিরীহ মা-বোনের ইজ্জত লুণ্ঠন করেছে এই পাক হানাদার বাহিনীরা। আমি তাদের ঘৃণা করি। সেই বীরঙ্গনা নারীরা আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। আজ দেশ এক সংকটময় রাজনৈতিক অস্থিরতায় বিরাজমান। গণতান্ত্রিক চর্চায় আমাদের দেশে সুশীল সমাজকে এগিয়ে আসা উচিত। আমাদের এদেশের মুলধারার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করতে নিজেদের মধ্যে দলাদলি বাদ দিতে হবে। অপরদিকে সহ-সভাপতি ইলারা ইসলাম ও ফ্লিফোড গনসালভেস বলেন, আমরা চাই বিভক্ত এসোসিয়েশনকে একত্রিক করা। আমাদের নব প্রজন্মও এতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে। আমাদের মতপার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু জাতীয় স্বার্থে আমাদের সবাইকে এক হতে হবে। এখন কমিউনিটি অনেক বড়ো হচ্ছে। মানুষ বাড়ছে তাই বিভিন্ন নামে এসোসিয়েশন হলে ক্ষতি কি? আমরা আমন্ত্রণ পেলে আচার-অনুষ্ঠানে যোগ দেবো।

এই নির্বাচনে বোর্ড অব ডাইরেক্টরের বর্তমান আদর্শ ড. গোলাম ফারুকের সভাপতির পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতার কথা থাকলেও তিনি নমিনেশন সাবমিট করেন নাই। প্রাথমিক অবস্থায় তার নির্বাচনী প্রচারণার কথা শোনা যাচ্ছিলো। তার প্রতিদ্বন্দ্বীতা না করার কারণ টেলিফোনের মাধ্যমে ড. ফারুককে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ সাহেব একজন প্রবীণ ও যোগ্য ব্যক্তি। তার প্যানেলে যারা আছেন তারা সবাই যোগ্যতা রাখেন। তাছাড়া তার এজেন্ডা ভালো। আমি চাই তিনি কমিউনিটির স্বার্থে তার কাজ চালিয়ে যাবেন। আমি সময়ও দিতে পারবো না। পারিবারিক কাজে ব্যস্ত। তাকে সর্বপ্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি। নবনিযুক্ত সভাপতিও কমিউনিটির সকলের প্রতি দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করেন। ■

## মিলু ভাইয়ের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

গত বছর জানুয়ারি ৫ তারিখে আমাদের প্রাণপ্রিয় মিলু ভাই অকালে পরলোক গমন করেন। পরিবারের পক্ষ হইতে মিলু ভাইয়ের আত্মার মাগফেরাতের জন্য দো'আ করবার অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ উপলক্ষে ৫ জানুয়ারি শুক্রবার ভারমন্ট ইসলামিক সেন্টার মসজিদে সন্ধ্যা ৭টায় এক মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। মিলু ভাইয়ের গুণগ্রাহী বন্ধুবান্ধবদের একুশের পক্ষ থেকে উক্ত মিলাদে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। যোগাযোগ : (818) 231 1355।

## 'ইয়োথ ওয়াটার' প্রকল্প এখন বাংলাদেশের শিশুদের সাহাযার্থে

**একুশ রিপোর্ট :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত 'ইথোস ওয়াটার' গ্রুপের প্রকল্প হচ্ছে বিশ্বের শিশুদের জন্য বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থাকরণ। এখন উক্ত গ্রুপের প্রকল্প কাজ করছে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে। গভীর ঘনকূপের মাধ্যমে টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করা যাতে উক্ত অঞ্চলের সকল শিশু বিশুদ্ধ পানি পান করে সুস্থ্য থাকতে পারে। এটি একটি মহৎ প্রকল্প। আপনারা স্টারবার্কস এ কফি খেতে গেলেই দেখবেন 'ইথোস ওয়াটার' বিক্রয় করছে। যখনই উক্ত পানির বোতল ক্রয় করবেন, ভাববেন দেশের শিশু ও মানুষদের জন্য উপকার করলেন। যে যেভাবে পারা যায় সেভাবেই মানুষ মানুষকে উপকার বা সাহায্যে কাজে লাগানোই মানবতা।

## সেতুবন্ধন: হ্যাপি বার্থ ডে

সাফিনের ৬ষ্ঠ জন্মদিনের উৎসবে শ্যাটো রিক্রিয়েশন সেন্টারে উপস্থিতিদের সাথে সাফিন ও বাবা মনওয়ার হোসেন, ভাইয়া এবং মা তাহমিনা হোসেন রেশমা। সাফিনার জন্মদিনের উৎসবে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়।

## শুভবিবাহ

গত ১৭ নভেম্বর বাংলাদেশে লস এঞ্জেলেস প্রবাসী সটো অটোর স্বত্ত্বাধিকারী মোঃ হাসানের সঙ্গে রাশেদা আক্তার পিঙ্কির শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। উক্ত বিবাহ ঢাকায় অবস্থিত নিজেদের নির্মিত আব্দুল হালিম কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। অচিরেই পিঙ্কি লস এঞ্জেলেস প্রবাসী হবেন।

দেখুন চ্যানেল আই
For Expert Installation Call now
48-72 Hour Turn around
Andrey or Armen
323-877 1465
818-434-7910
হৃদয়ে বাংলাদেশ
CHANNEL i
প্রবাসেও বাংলাদেশ
'আর যুদ্ধ নয়' নামক বিজয় দিবস ভিত্তিক একটি ডকুমেন্টারী আগামী ১৬ ডিসেম্বর চ্যানেল আইতে লস এঞ্জেলেস সময় সন্ধ্যা ৬:০০ -৭:০০টার মধ্যে সম্প্রচারিত হবে। (তারিখ ও সময় পরিবর্তন হতে পারে । বিস্তারিত দেখুন বাংলা ডট ইনফো তে )